২০০২ সনের ২১নং আইন

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১১নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৬ সনের ১১নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১১নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ঙ) এর "পরিচালনা" শব্দের পরিবর্তে "ব্যবস্থাপনা" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **১৯৯৬ সনের ১১নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর "পরিচালনা" শব্দ, দুই বার উল্লিখিত, এর পরিবর্তে "ব্যবস্থাপনা" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৬ সনের ১১নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৬। **ব্যবস্থাপনা বোর্ড।**—(১) ব্যবস্থাপনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মহাপরিচালক, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন, পদাধিকারবলে;

(খ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত এইরূপ দুইজন কৃষিবিজ্ঞানী যাঁহারা ইনস্টিটিউটে কর্মরত নহেন এবং যাঁহাদের একজন সমাজবিজ্ঞানে এবং অন্যজন ইনস্টিটিউটের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ;

(গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের, পরিচালকের নিম্নে নহেন এইরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন, একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, পদাধিকারবলে;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটে কর্মরত দুইজন উর্দ্ধতন বিজ্ঞানী;

(ছ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত নন-মিল জোন এলাকার একজন প্রগতিশীল চাষী এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত মিল জোন এলাকার প্রগতিশীল চাষী;

(জ) কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উপ-সচিবের নিম্নে নহেন এইরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন করিয়া কর্মকর্তা;

(ঝ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) ইনস্টিটিউটের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

৫। **১৯৯৬ সনের ১১নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে "দুই মাসে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বৎসরে" শব্দ এবং "একটি" শব্দের পরিবর্তে "চারটি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য সর্বমোট সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।"।

৬। **১৯৯৬ সনের ১১নং আইনে নূতন ধারা ১১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১১ক। পরিচালক নিয়োগ।—সরকার ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্তাদি বিধি দ্বারা স্থিরকৃত হইবে।"।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।